f¢Qjh‰ pIL¡I

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ¢h i¡N

জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-700001

fœ¡ˆ : 6677(36)-B I.¢X./J/¢X.¢f.Hg./1C-1/2008 **a¡¢IM : 27.10.2010**

প্রেরক : ¢cm£f f¡m,
গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অধিকর্তা এবং
fc¡¢dL¡I বলে যুগ্ম সচিব

f¡fL : সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ

¢eh¡q£ B¢dL¡¢IL, ... জেলা পরিষদ

¢hou : **2011-১২ সালের সমন্বিত সমন্বিত পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা এবং সমন্বিত জেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়**

jq¡nu¡/jq¡nu,

গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা, I¢f¡য়ণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সকল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব । এর আগে এই বিভাগের পক্ষ থেকে সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা ও একাধিক পত্র পাঠানো হয়েছে । ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অঙ্গ হিসাবে সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির নানান উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । সাধারণত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন তহবিল বা কর্মসূচির জন্য আলাদা আলাদা কর্ম-f¢IL҉fe¡ (scheme-based Action Plan) রচনা করে থাকে, যেমন - কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কর্ম-f¢IL҉fe¡ h¡ aa£u I¡SÉ Ab কমিশনের কর্ম-পরিকল্পনা । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কর্ম-পরিকল্পনাগুলি মধ্যে কোনও আন্তঃসম্পর্ক থাকে না এবং কোথাও কোথাও দেখা যায় একই ধরনের কাজ একাধিক কর্ম-পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে । কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা, যেখানে সব কয়টি কর্মসূচি / তহবিলের আওতাভুক্ত কর্মসূচিগুলিও থাকবে এবং প্রতিটি কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকবে । উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার নানান দিক নিয়ে আলাদা একটি পত্রে আলোচনা করা হয়েছে । এই পত্রে স্থায়ী সমিতি পরিকল্পনা ¢i¢šL **pj¢ea** পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ **পরিকল্পনা ও বাজেট** সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা qm z

2) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে স্থানীয় সরকার হিসাবে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট সময়ের (পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারি এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ১০ই মার্চ) মধ্যে Ù¡u£ p¢j¢a পরিকল্পনা ও বাজেট ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা ও বাজেট তৈরি এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী কাজগুলি রূপায়ণ করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ দায়বদ্ধ । ২০১১-১২ সালের সমন্বিত পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ পরিকল্পনা রচনা ও বাজেট তৈরির কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ছকে/ফর্মে সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন । আপনার জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েত

সমিতি ও জেলা পরিষদ যাতে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করতে পারে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন । যে সকল পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদে এখনও স্থায়ী সমিতি পরিকল্পনা ও বাজেট ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার কাজ শুরু হয়নি, সেখানে সংগৃহীত ও সংকলিত তথ্যগুলি অতি দ্রুত হালনাগাদ করে নিয়ে তথ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার কাজটি অবিলম্বে শুরু করা আবশ্যক । পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময় তার এলাকাভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে আসা প্রস্তাবিত কাজের তালিকা বাস্তবসম্মত ও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক । একইভাবে জেলা পরিষদ পরিকল্পনা রচনার সময় ওই জেলার সকল পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রস্তাবিত কাজগুলিকে বিবেচনা করা দরকার । সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্তব্য সম্পদের ভিত্তিতে যে কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব সেগুলি অবশ্যই পরিকল্পনায় রাখতে হবে এবং যে সকল কাজগুলি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না কারণ সহ সেগুলি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়ে দেওয়া দরকার । এই কারণেই সমন্বিত পরিকল্পনার নথির মধ্যে উপরের স্তরের জন্য প্রস্তাবিত কাজের তালিকা (Referred Activity List) b¡L¡ BhnÉL z

3) সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বা তহবিলের আওতায় ২০১১-১২ সালে প্রাপ্তব্য সম্পদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার । এই বছর তৃতীয় রাজ্য অর্থ L¢jne (**ew 5160/¢f.He./J/BC/4-Hg/2010 a¡w 21.06.2010**) ও ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের (**ew 113(pÉ¡wne)-¢f.He./He/2/1¢S-7/2010 a¡w 20.07.2010**) আওতায় প্রাপ্তব্য তহবিলের পরিমাণ আগেই এই বিভাগের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই দুটি তহবিল ছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত তহবিল এবং পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল সমন্বিত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সম্পদের বড় উৎস । এছাড়া নির্বাচিত জেলার পঞ্চায়েতগুলি পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং কোনও বিশেষ তহবিল / কর্মসূচি থাকলে (যেমন - f¢ÕQj¡'m Eæue foc h¡ Ešlh‰ Eæue foc) a¡l আওতায় বিশেষ আর্থিক সহায়তা পেতে পারে ।

4) পঞ্চায়েত সমিতি তথা জেলা পরিষদ যাতে আগামী বছরের সমন্বিত পরিকল্পনার গুণগত মান আরও বাড়াতে সক্ষম হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন । সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে সহস্রাব্দের লক্ষ্য এবং আমাদের দেশ তথা রাজ্যের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা এবং পরিকল্পনার নথিতে লক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা ভালো মানের পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য । পরিকল্পনার লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসূচি স্থির করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন সেগুলি হল -

L) লিঙ্গ বৈষম্য সহ সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল স্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক । এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল - পিছিয়ে পড়া পরিবারের উন্নয়নের জন্য কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তা ইত্যাদি z ¢h¢iæ plL¡¢l প্রকল্প বা কর্মসূচির সুযোগ যাতে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে পরিকল্পনা করা ইত্যাদি ।

M) যে কোনও কর্মসূচি নির্বাচন করার আগে পঞ্চায়েত সমিতি তথা জেলা পরিষদকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে । যদি কোনও কর্মসূচি পরিবেশ সহায়ক না হয়, তাহলে বিকল্প কর্মসূচির কথা ভাবতে হবে । যদি কোনও কর্মসূচি সাময়িক ভাবে খুব কার্যকর, কিন্তু তার দীর্ঘমায়াদী ফল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে সেই কর্মসূচি নেওয়া যাবে না ।

N) Ù¡e¢u pIL¡l ¢qp¡বে এলাকার মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবাগুলি সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় বিশেষভাবে অগ্রাধিকার পাওয়া আবশ্যক । পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাৎসরিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা আবশ্যক ।

6) পঞ্চায়েত সমিতি তথা জেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবে তা পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় একান্ত আবশ্যক । এক্ষেত্রে ওই লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখে স্থায়ী সমিতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল ওই স্থায়ী সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কয়টি দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযে¡N l¡M¡ এবং এক সাথে মিলে অগ্রাধিকার স্থির করার মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করা । এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে অন্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করা এবং অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় বিষয়গুলি তুলে ধরা আবশ্যক । আবার, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উঠে আসা সমস্যা বা প্রয়োজনগুলিও সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা জেলা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব । এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, একই কাজ যেমন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে হবে না, ঠিক তেমনি বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে নেওয়া পরিকল্পনাও যেন স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনার পরিপূরক হয় । এর ফলে এক দিকে যেমন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে, অন্য দিকে উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হবে ।

7) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমন্বিত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি প্ল্যানপ্লাস সফটওয়্যারে তোলার জন্য সারা রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে সুনির্দিষ্ট ছকে পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করা আবশ্যক । এখন থেকে পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট ছকে (**fœ¡^ 2806(36)-Bl¢X/J/¢X¢f¡Hg/1C-1/2008 a¡w 28/04/2010** Hl **সংযোজনী-2**) স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক কর্মসূচি ও ব্যয়বরাদ্দ লিখতে হবে । পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরেই পরিকল্পনাগুলি প্ল্যানপ্লাস সফটওয়্যারে তোলার কাজটি করতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবস্থা না থাকার কারণে নিজ নিজ পরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সমন্বিত পরিকল্পনাগুলিও এই স্তরেই প্ল্যানপ্লাস সফটওয়্যারে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে ।

8) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে একটি করে পঞ্চায়েত পরিকল্পনা শাখা তৈরি সহ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল (**fœ¡^ 6714(36)/1(735)/Bl¢X/J/¢X¢f¡Hg/1C-1/2008 a¡w 13/10/2009** Hhw **fœ¡^ 2806(36)-Bl¢X/J/¢X¢f¡Hg/1C-1/2008 a¡w 28/04/2010**) । কিন্তু সব স্তরে এখনও এটি গঠন করা সম্ভব হয়নি । এই শাখার প্রধান দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার জন্য সকল স্থায়ী সমিতি সহ পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া এবং অনুমোদিa পরিকল্পনা অনুসারে রূপায়ণের কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখা । এছাড়া এই বিভাগের নির্দেশ অনুসারে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একজন জেলা পরিকল্পনা সহায়তা সঞ্চালক নিয়োগ করা হয়েছে । সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজে এই সঞ্চালককে ব্যবহার করার জন্য আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাই । আশা করি, আপনি গুরুত্ব সহকারে এই প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন । প্রয়োজন অনুসারে এই বিষয়ে রাজ্য স্তরে যোগাযোগ করতে পারেন । শুভেচ্ছা সহ,

B fe¡l ¢hnÙ,

(¢cm¢f f¡m)

fœ¡^ : 6677(36)/1(703)-BI.¢X./J/¢X.¢f.Hg./1C-1/2008 **a¡¢IM : 27.10.2010**

অবগতি ও প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হল :

1) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ ।

2) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামো¡æue B¢dL¡¢IL, ... । সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে এই পত্রের প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই ।

3) p i ¡ f¢a, ... পঞ্চায়েত সমিতি z

4) pj¢ø Eæue B¢dL¡¢IL, ... z

5) n£/n£ j a£ .... z

(¢cm£f f¡m)